দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 08 MAR 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

উপকরণের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, দুর্নীতি ও অব্যবস্থা

সিলেট বিভাগে প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থা ধসে পড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার, *সিলেট অফিস*

শিক্ষক স্বল্পতা, কম বিদ্যালয় ও শিক্ষা উপকরণের অভাব এবং দুর্নীতি ও অব্যবস্থাসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে সিলেট বিভাগের ৪টি জেলায় (সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ মৌলভীবাজার) প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে আছে। বিদ্যালয়ে স্থান সঙ্কুলানের অভাব। শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের তুলনায় বিদ্যালয়সংখ্যা কম। সিলেট জেলার এক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। ৯১১টি বিদ্যালয়ে মাত্র ২ জন করে শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। সেখানে ৪ জন করে শিক্ষকের প্রয়োজন। ৯০টি প্রধান শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। ১০৫টি সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। ৬টি থানায় কোন শিক্ষা কর্মকর্তা নেই। দীর্ঘদিন যাবত ২৯টি সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলায় ৮১টি ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ২ হাজার ৮১৬টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে ১ হাজার ৩২১টি, ১৫শ' গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩ লাখ ১৪ হাজার ৬৩১ জন। এর মধ্যে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে ২ লাখ ৬৭ হাজার ছেলে মেয়ে। প্রায় অর্ধলাখ শিশু শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সহকারী শিক্ষকের ১৭৩টি পদ এখনও শূন্য। ৯৮টি প্রধান শিক্ষকের পদ ও ৪৬টি সহ শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ১০টি থানার মধ্যে ৯টি থানায় শিক্ষা কর্মকর্তার পদ খালি পড়ে আছে। ৪৫ জন থানা সহকারী শিক্ষাকর্মকর্তার স্থলে মাত্র ১৭জন কর্মরত রয়েছেন।

মৌলবীবাজারে প্রধান শিক্ষকের পদ ৯টি, সহকারী শিক্ষকের পদ ১৯টি ও ৮টি থানা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পদ খালি পড়ে আছে। ১২ লাখ লোক বসবাসের জেলা হবিগঞ্জে ৮টি থানায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৭শ' ৩৩টি। রেজিস্টার্ড প্রথমিক বিদ্যালয় ২শ' ২৬টি। এই সকল বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ রয়েছে ৪৫টি। সরকারী-বেসরকারী ৯শ' ৫৯টি বিদ্যালয়ে ২ লাখ ১৯ হাজার ২৭ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। ২ লাখ ৮৬ হাজার ৪৬৭ জন শিশু এখনও শিক্ষালাভের সুযোগ পায়নি। ৬৯টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। জেলায় সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা ৯৭১টি।

জেলায় ৮টি থানায় ১৬টি ইউনিয়নের ২০১টি বিদ্যালয়ে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু রয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে বরাদ্দকৃত গম বিলি-বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন স্কুলের জরাজীর্ণ অবস্থা, ছেলে মেয়েদের বসার জায়গা নেই। নানা অব্যবস্থা ও সমস্যার কারণে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে।